দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 3 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগাছার মতো গড়ে উঠেছে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কলেজ

পঞ্চগড় জেলা সংবাদদাতা

দেশে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে তৎকালীন বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান স্পীকার ব্যারিস্টার মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আধুনিক ও যুগোপযোগী এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রমটি সারাদেশে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ১১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়। সাধারণ শিক্ষা যেমন মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান- এই তিনটি শাখায় বিভক্ত ঠিক তেমনি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রমটি পাঁচটি স্পেশিয়ালাইজেশনে বিভক্ত, যেমন কম্পিউটার অপারেশন শাখা, সেক্রেটারিয়্যাল সায়েন্স শাখা, হিসাববিজ্ঞান শাখা, ব্যাংকিং শাখা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন শাখা। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মতো এখানে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, অর্থনীতি, ভূগোল, পরিসংখ্যান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা নীতিপদ্ধতিসহ অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তবে কম্পিউটার, শর্টহিপি, বাংলা ও ইংরেজী টাইপ বিষয় বাধ্যতামূলক। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকলেও এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের স্টাফিং প্যাটার্নে বাংলা/ইংরেজী বিষয়ের জন্য একজন, প্রতি ট্রেডের জন্য একজন করে, প্রভাষক ব্যবস্থাপনা একজন, গার্ড-কাম-এমএলএসএস একজন। এত বিশাল কোর্স এ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারী দিয়ে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রমটি পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর। একজন শিক্ষককে ৪/৫ বিষয়ে ক্লাস নিতে হয়। কাজেই কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্টাফিং প্যাটার্নে শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ/সরকার স্টাফিং প্যাটার্নে সংশোধন না করে সারাদেশে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভাড়া বাড়ীয়ে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের ডুঁইফোড় ও অস্তিত্বহীন কলেজের অনুমতি দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে প্রায় ১০০০-এর উর্ধ্বে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমে কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। যার সিংহভাগই রাজশাহী বিভাগে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের ব্যাপক অর্থ অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার পৌর এলাকায় ২টি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কলেজ ভাড়া বাড়ীতে এবং বোদা উপজেলায় ১টি কলেজ বোর্ড কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কলেজগুলো হচ্ছে পঞ্চগড় সদর উপজেলার পৌর এলাকায় বিসিকনগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, মিঠাপুকুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এবং বোদা উপজেলায় নতুন হাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ। তিনটি কলেজই একই ব্যক্তি এবং একই পরিবারের সদস্যরা ভাড়া বাড়ীতে স্থাপন করে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী একটি কলেজ স্থাপনে প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব পৌর এলাকায় দুই কিলোমিটার। প্রতিষ্ঠান এলাকায় জনসংখ্যা ৭৫ হাজার। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ভৌত অবকাঠামো, এক লাখ টাকার সংরক্ষিত তহবিল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার সাধারণ তহবিল বাধ্যতামূলক থাকার বিধান থাকলেও টুপাইচ কামানোর উদ্দেশ্যেই ভাড়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উক্ত কলেজগুলো। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পত্র মোতাবেক একেএম মঞ্জুরুল আহসান, চীপ ইন্সট্রাক্টর, সিভিল, ঢাকা পলিটেকনিক, বিসিকনগর ও মিঠাপুকুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বোর্ডের শর্ত পূরণ না হওয়ায় অনুমতি না দেয়ার সুপারিশ করেন। অপর এক পত্র মোতাবেক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর (পাওয়ার), যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বিসিকনগর ও নতুন হাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনিও অনুমতি না দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে আবার মোঃ মাহবুবুল আলম ইন্সট্রাক্টর (সিভিল), ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঐ কলেজ দু'টি পরিদর্শন করেন। কিন্তু কি অলৌকিক কারণে ভাড়া বাড়ীতে স্থাপিত উক্ত কলেজগুলো বারবার পরিদর্শন করা হলো এবং বোর্ডের শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে অনুমতি প্রদান করা হল তা এলাকাবাসীর বোধগম্য নয়। এছাড়াও পঞ্চগড় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট বিসিকনগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অনুমতি না দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এলাকায় জনসংখ্যা ৭৫ হাজার থাকতে হবে। অথচ পঞ্চগড় পৌরসভার ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩৫ হাজার ৩৬০ জন। এহেন পরিস্থিতিতে পাশাপাশি পৌর এলাকার ২টি কলেজের অনুমতি জনসংখ্যার দিক থেকে অন্তরায়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্রছাত্রী সঙ্কটে পড়বে বলে জানান। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তোয়াক্কা না করে অনুমতি প্রদান করেন। ভাড়া বাড়ীতে সদ্য অনুমতিপ্রাপ্ত কলেজসমূহকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হলে বিষয়টি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার পর্যন্ত গড়ায়। স্পীকার বিষয়টি বিস্তারিত জানার পর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এক পত্রে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্থাপিত ডুঁইফোড় ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। যেহেতু কলেজগুলোকে কেন্দ্র করে সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এদিকে ঐ কলেজসমূহের অধ্যক্ষ দেলদার হোসেনের সাথে কথা বলে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা মিলে ৩টি কলেজ ভাড়া বাড়ীতে স্থাপন করেছেন। ৩টি কলেজেরই ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠাতা তিনভাই। ২টি কলেজের দাতা দুই ভাই এবং একটিতে তার ছোট বোনের শ্বশুর দাতা। কমিটির অন্য সদস্যরাও তার আপন ছোট বোন, বোন-জামাই, বোনের শ্বশুর। এলাকার কোন মুরুব্বী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ কেউ কমিটিতে স্থান পাননি। কলেজগুলো স্থাপনের প্রাক্কালে সুকৌশলে এলাকার জনগণকে না জানিয়ে কাজগুলো করা হয়েছে বলে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায়। আরও জানা যায়, উন্নয়নের নামে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের কথা বলে এলাকার অনেক নিরীহ মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ডোনেশন আদায় করা হয়েছে। যার সিংহভাগই ঢুকেছে তাদের পারিবারিক পকেটে। সাম্প্রতিক সময়ে জানা যায়, এক পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এফিলিয়েশন বাতিলপূর্বক কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেছে। কিন্তু কারণ দর্শাও নোটিশে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের "মাননীয় স্পীকার মহোদয় আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন এ কথা লিখেছেন।" প্রশ্ন হচ্ছে নির্দিষ্ট দূরত্বের শর্ত, জনসংখ্যার শর্ত, ভৌত অবকাঠামো শর্ত, যন্ত্রপাতির শর্ত, সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিলের শর্তসমূহ যে লংঘিত হয়েছে সে কথা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন গোপন করলেন তা খতিয়ে দেখা দরকার।